দৈনিক বাংলা

তারিখ ...12 AUG 1990
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

34

কলেজ শিক্ষকদের শূন্যপদ

সারাদেশে সরকারী কলেজে শিক্ষকদের শূন্যপদের সংখ্যা প্রায় ৩ হাজার। অবসর, মৃত্যু এবং পদত্যাগের কারণে শিক্ষকের পদ শূন্য হয়েছে শতকরা ৫ থেকে ৭ ভাগ। অবশিষ্ট পদগুলো শূন্য হয়েছে শিক্ষকদের প্রশাসনিক পদে নিয়োগের ফলে। বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর, জাতীয় শিক্ষাক্রমসহ একাধিক বিভাগের বিভিন্ন পদ ভর্তি করা হয়েছে শিক্ষকদের দিয়ে। ফলে বিভিন্ন কলেজে শূন্যপদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাবও দেখা দিয়েছে সরকারী কলেজগুলিতে।

প্রশ্ন উঠেছে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োগ করা যুক্তিসংগত কিনা। প্রশ্ন উঠেছে শিক্ষা বিভাগে শিক্ষাদান ও প্রশাসনিক দায়িত্বের ভিত্তিতে দুই ধরনের চাকরি প্রবর্তন করা প্রয়োজন কিনা।

একটি মহলের বক্তব্য হচ্ছে অভিজ্ঞ শিক্ষক মাত্রই উপযুক্ত প্রশাসক হবে সে কথা হলপ করে বলা যায় না–অপরদিকে শিক্ষাঙ্গনে অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাব হলে শিক্ষার মান নিঃসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে,দেশের অসংখ্য অভিজ্ঞ শিক্ষক এখন বিভিন্ন দফতরে প্রশাসনিক দায়িত্বেনিয়োজিত আছেন। আর অসংখ্য কলেজে অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাব আছে।

একটি জরিপে বলা হয়েছে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োগ করার ফলেই এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। একজন শিক্ষকের শূন্যপদে অপর একজন শিক্ষক নিয়োগ খুব কঠিন কিছু নয়। কিন্তু অভিজ্ঞতার তারতম্য নতুন শিক্ষক নিয়োগ করে দূর করা যায় না। এ প্রসঙ্গে একটি সুপারিশ আছে বিভিন্ন মহলের।

তাতে বলা হয়েছে, অভিজ্ঞ শিক্ষকদের প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োগ করার প্রশ্নটি এবং এক কলেজ থেকে আরেক কলেজে বদলী করার প্রশ্নটি নতুন করে মূল্যায়ন প্রয়োজন। এ সুপারিশে বলা হয়েছে–অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা হচ্ছে–বিভিন্ন কলেজে বদলীর ফলে শিক্ষকের পদ শূন্য হলে সেই শূন্যপদে নতুন শিক্ষক দেয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক শিক্ষকের পরিবর্তে আরেক শিক্ষক পেতে অনেক কলেজেই একাধিক সেসান চলে যায়। পড়াশুনার বিঘ্ন ঘটে। পাঠ্যক্রম শেষ হয় না। এ অভিজ্ঞতা দীর্ঘ দিনের। আর এ পরিস্থিতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মহল অবহিত বলেই আমাদের ধারণা।

আমরা মনে করি কলেজগুলোতে শিক্ষকদের শূন্যপদ সম্পর্কিত সামগ্রিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। সরকারী কলেজের শিক্ষকের শূন্যপদ একটি দীর্ঘদিনের সমস্যা। এ সমস্যার স্থায়ী সমাধানপ্রয়োজন।